দৈনিক খবর

তারিখ 08 MAY 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

৪ জন ভুয়া দাখিল পরীক্ষার্থী ঃ বহিষ্কৃত ৩২ জন

'নকলের দুর্গ'—এ কর্তৃপক্ষের অভিযান

● খবর রিপোর্ট ●

দৈনিক খবর—এ প্রকাশিত রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের আনোয়ারা দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে কর্তৃপক্ষ ৩২ জনকে প্রথম দিনেই বহিষ্কার করেছে। ৪ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী এ কেন্দ্রে ধরা পড়েছে।

'নকলের দুর্গ' হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্রটি থানা সদর থেকে দূরে প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। খবর—এর রিপোর্টের প্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। গত বুধবার পরীক্ষার প্রথম দিনে অসদুপায় অবলম্বনের অভিযোগে ৩২ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এ সময় ৪ জন ভুয়া পরীক্ষার্থী হাতেনাতে ধরা পড়ে। তবে তাদেরকে পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়নি। এ কেন্দ্রে ২শ' ৭১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে বিপুলসংখ্যকই ভুয়া। আরও অভিযান চালানো হলে তারাও ধরা পড়তে পারে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, এই পরীক্ষা কেন্দ্র যে মাদ্রাসায় অবস্থিত সেই মাদ্রাসার অধ্যক্ষই গণটোকাটুকিতে এবং ভুয়া পরীক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সহায়তা করে থাকেন বিশেষ চুক্তিতে। তার এক ছেলে ১৯৮৮ সালে একই সঙ্গে আলিম এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন। তিনি আলিম পরীক্ষার্থী ছিলেন আনোয়ারা কেন্দ্র থেকে এবং এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিলেন চট্টগ্রাম শহরের কেন্দ্র থেকে। আলিমের একটি বিষয় এবং এইচএসসি'র একটি বিষয়ের পরীক্ষা ছিল একই দিনে। দু'টি বিষয়ের পরীক্ষায় তিনি পাস করেন। কেউ একই সঙ্গে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে পারেন না আইনসঙ্গতভাবে। এর ওপর একই দিনে দু'টি পরীক্ষায় কিভাবে অংশ নিয়েছিলেন? পিতার বদৌলতে সেটা সম্ভব হয়েছিল কি—না তা তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন

রাঙ্গুনিয়া (চট্টগ্রাম) থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানিয়েছেন, রাঙ্গুনিয়া কেন্দ্রে দাখিল পরীক্ষায় নকলের ব্যাপক ছড়াছড়ি হয়েছে প্রথম দিনে। এই কেন্দ্রে দুর্নীতি রোধের জন্যে শক্তিশালী টীম পাঠানো দরকার। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পরই উত্তরপত্র প্যাকেট করে পাঠিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা এখানে আবশ্যক। পাঁচলাইশ ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদ্রাসা এবং সাতকানিয়া আলীয়া মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যাপারেও অনুরূপ কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে। চট্টগ্রামের পটিয়া কেন্দ্রে কতিপয় পরিদর্শক ছাত্রদের অবাধ নকল করায় সহযোগিতা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ খবর দিয়েছেন আমাদের পটিয়া সংবাদদাতা।